দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

65

এইচএসসি পরীক্ষা ঃ গাড়ি ভাঙচুর

এইচএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবিতে বৃহস্পতিবার একদল ছাত্র ঢাকা কলেজের সামনে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে তারা সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। জুন মাসে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে এই অজুহাতে তারা পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবি তুলেছে।

আমরা পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার এই দাবিকে অসঙ্গত মনে করি আর এর জন্য গাড়ি ভাঙচুর করার ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানাই। পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবি এবং তা পূরণ করা আমাদের দেশে একটা কালব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই রোগটির একটি বড় শিকার। সেখানে প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষা বার বার পিছিয়ে দেবার ফলে যে সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে তার কবল থেকে আজতক মুক্তি পাওয়া যায়নি। এর ফলে গোটা জাতিই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। তবে মাধ্যমিক কিংবা আন্তঃ-মাধ্যমিক পর্যায়েও পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার ঘটনা কম ঘটেনি। দু-এক বছর হয়ত পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখে শুরু হয়েছে কিন্তু সব বছর হয়নি। দেখা গেছে যে, ঐসব ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই একদল ছাত্রের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। তবে কোন কোন বছর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালির ফলেই পরীক্ষা পিছানো হয়েছে। যেমন স্বৈরশাসক এরশাদ বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে পরীক্ষা পিছিয়ে ছাত্রদের উস্কানি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে একদল ছাত্র যে গোলযোগ করেছে তা প্রকৃতপক্ষে ঐ উস্কানিরই ফল। কোন মহান আদর্শ অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদের প্রবল অনীহা থাকলেও অন্যায় দৃষ্টান্ত অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ প্রবল। আর সেই জন্যই এখন পরীক্ষা পিছানোর দাবি উঠেছে।

অথচ আজ পর্যন্ত কোন সভ্য দেশে খেলা দেখার সুবিধা করে দেয়ার জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার কোন নজীর নেই। এরশাদ এ ব্যাপারে যে নজীর সৃষ্টি করেছিলেন তা যেমন খারাপ ছিল, তেমনি ছিল হাস্যকর। আর সেদিন তিনি যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, আজ আমাদের তার কুফল ভোগ করতে হচ্ছে। এই অসঙ্গত দাবিটি আদায়ের জন্য গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আরও বেদনাদায়ক। কেননা, ঐ দাবি আদায়ের সাথে গাড়ির মালিক, চালক বা যাত্রীদের কিছু করার আছে বলে মনে হয় না; অথচ বিনাদোষে তাদের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে।

গাড়ি ভাঙচুরের ব্যাপারটি আমাদের দেশে একটা মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত হোক আর অন্যায় হোক, প্রতিবাদ হোক আর দাবিই হোক; তা জানানোর জন্য গাড়ি ভাঙচুর করার একটি কুৎসিত ব্যাধি গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। কোন কিছু একটা হলেই গাড়ির উপর এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। ভাঙচুর করা হয়। তাই এই প্রবণতা রুখবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।